যুগান্তর

তারিখ 25 DEC 2015
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

অর্থমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি ঢাবি শিক্ষক সমিতির

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের পদত্যাগ দাবি করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে সমিতির সাধারণ সভা থেকে এ দাবি জানানো হয়। বিকাল ৫টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত ৪ ঘণ্টাব্যাপী এ সভায় বিভিন্ন বিভাগের প্রায় ৩০০ শিক্ষক অংশ নেন। এ সময় তারা প্রকাশিত গেজেট নিয়ে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

বৈঠক শেষে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব ও ঢাবি শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. এএসএম মাকসুদ কামাল যুগান্তরকে বলেন, সভা থেকে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের পদত্যাগ দাবি করা হয়েছে। শিক্ষকদের সঙ্গে দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে গেজেট প্রকাশ করা, ক্রমাগতভাবে শিক্ষকদের বিষয়ে বিরূপ মন্তব্য করা, শিক্ষকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা না করে নিজের মতো সিদ্ধান্ত নিয়ে সেই সিদ্ধান্ত শিক্ষক নেতাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া, সরকারকে অস্থিতিশীল করার আন্দোলন উসকে দেয়া এবং অন্যান্য পেশার সঙ্গেও অপমানসূচক বাক্য উচ্চারণ করায় সভা থেকে তার পদত্যাগ দাবি করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রীর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের জন্য সাধারণ শিক্ষকরা তার ওপর আস্থা ও বিশ্বাস হারিয়েছেন বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

এই শিক্ষক নেতা আরও জানান, সভা থেকে উচ্চ শিক্ষাকে সংকটের দিকে ঠেলে দেয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর এবং অষ্টম জাতীয় বেতন কমিশনের চেয়ারম্যান ড. ফরাস উদ্দিনের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব আনা হয়।

পরবর্তী কর্মসূচির বিষয়ে তিনি বলেন, ২ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। ওই সভা থেকে সাধারণ শিক্ষকদের চাহিদা অনুযায়ী পরবর্তী কর্মসূচি দেয়া হবে। যদি শিক্ষকদের দাবি মেনে নেয়া না হয় তাহলে উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য অর্থমন্ত্রী দায়ী

দাবি : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

দাবি: পদত্যাগ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

থাকবেন বলেও উল্লেখ করেন তিনি। এছাড়া সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আনুষ্ঠানিকভাবে আজ একটি বিবৃতি দেয়া হবে বলে সভা সূত্র জানায়। সূত্র আরও জানায়, দাবি আদায়ে সরকারকে কিছু সময় দেয়া হতে পারে। সেক্ষেত্রে ২ জানুয়ারি থেকে সর্বোচ্চ ৭ দিন সময় দেয়া হতে পারে।